কুযুক্তির সেকাল একাল

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মাঝে মাঝে মনে হয় সর্বক্ষণই আমরা কুযুক্তির এক কুয়াশাঘেরা পরিবেশে কাজ করছি। তার মধ্যে একটি কুযুক্তির নাম আরগুমেনতুম আদ রেম।১ যেখানে যে- ব্যাপারে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক সেখানে সে - ব্যাপারকে গুত্ব দেওয়া -- ঐ কুযুক্তির এই হলো লক্ষণ। ইংল্যান্ড - এ রাজা প্রথম চার্লস - এর মুণ্ডু গিয়েছিল, কারণ তিনি প্রজাদের ওপর বিস্তর অত্যাচার করতেন। এখন কেউ যদি বলেন ঐ রাজা কিন্তু ছবির সমঝদার ছিলেন, বউকে খুব ভালোবাসতেন, তাহলে সেটি হবে আরগুমেনতুম আদ রেম - এর ভালো নমুনা।

কথাটা তুলছি এই জন্যে যে লর্ড কার্জনকে নিয়ে এই কুযুক্তির ছড়াছড়ি দেখা গেছে ও যাচ্ছে। বড়লাটগিরি ছেড়ে তিনি যখন দেশে ফিরে যাচ্ছেন তাঁর বিদায় সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন একদল ঘোর রাজভক্ত। তার উদ্যোক্তা ছিল তখনকার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স। বর্ধমানের মহারাজা তাদের কাজের সাফাই গেয়েছিলেন এই বলে ভারতের শিল্প (আর্ট ও ইন্ডাস্ট্রি) রক্ষা করতে কার্জন যত চেষ্টা করেছেন, আর কোনো বড়লাট তা করেননি। তার সঙ্গে মহারাজা এও বলেন স্বদেশী আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঝিস্ত নয়, যত তাড়াতাড়ি বয়কট আন্দোলন থেমে যায়, ততই ভালো, আর স্বদেশী নিয়ে যেসব ফাঁকা বুলি চালু হয়েছে, সেগুলো ছাড়লেভারতের, বিশেষ করে বাঙলার জনজীবন আরও সুস্থ হবে। ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের যে সবসেরা, যদিও তা বিদেশী ---- একথাবলতেও ঐ জমিদারবাবুর বাধে নি। পুণার দ মারাঠা পত্রিকায় (১২।১১।১৯০৫) এসব কথা নিয়ে ঠাট্টা করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, লর্ড কার্জন স্মৃতি তহবিল - এর অন্যতম অবৈতনিক সচিব ছিলেন শোভাবাজার রাজবাড়ির বিনয়কৃষ্ণ দেব।
কার্জন সম্পর্কে এই কুযুক্তি আবার দেখা গেল রবীন্দ্র - প্রসঙ্গ - তো আনন্দবাজার পত্রিকা, খণ্ড ৪-এর ব্যক্ত পরিচিতে। সেখানে লেখা হয়েছে
প্রশাসনিক স্তরে তিনি এমন সব সুচিন্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন কার্জন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল নির্মাণের মূলে তাঁর দান বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। লবণের ওপর কর দুবার তিনি হ্রাস করেছেন এবং একেবারে নিম্নতম পর্যায়ে আয়কর থেকে অনেককে রেহাই দেবার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন, ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। সমবায়ের উন্নতির জন্যও আইন করেছেন।

এরপর একটি সেমিকোলন দিয়ে লেখা হয়েছে

কিন্তু তাঁর এসব ভাল কাজ লোকে ভুলে যায়। ভারত - বিদ্বেষী কিছু কাজ--- বঙ্গভঙ্গ আইন, ঝিবিদ্যালয় আইন এবং প্রকাশ্য বক্তৃতায় ভারতবাসীর প্রতি কটূক্তি করায় তিনি জনপ্রিয় হতে পারেননি।

কথাগুলো পড়ে মনে হয় ঐ কয়েকটি অপকর্ম না - করলে কার্জন কাজ--- ভারতের বড়লাটের খুবই জনপ্রিয় হতে পারতেন। কিন্তু এই শেষ নয়। ২০০৫ -এ কার্জন - এর নাতি, লর্ড র‍্যাভেন্‌স্‌ডেল ভারতে এসে এমনকি বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তর পক্ষেও সাফাই গেয়েগেলেন। তার সারকথা বঙ্গভঙ্গর সিদ্ধান্ত ছিল প্রশাসনিক; "বাংলা ছিল বিশাল রাজ্য। এক জায়গা (কলকাতা) থেকে শাসন করা সম্ভব ছিল না। বাংলাকে তাই দু'ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। মানতেই হবে কার্জন ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১।২।২০০৫)
কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের শতবর্ষে লর্ড র‍্যাভেন্‌সণডেল - কে খাতির করে নেমন্তন্ন করেছিল অসম সরকার, কারণ ঐ জাতীয় উদ্যান তৈরি হয়েছিল কার্জন-এর হুকুমে। যোরহাট ঘুরে কলকাতায় এসে র‍্যাভেন্‌স্‌ডেল বলে গেলেন "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো সুন্দর ভবনটি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন আমার মাতামহ, তাজমহলসহ ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলির সংরক্ষণেও তিনিই প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শিল্পের সমঝদার।"
দেখেছেন তো একশো বছর আগে বর্ধমানের মহারাজার কথাগুলোই কেমন প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল কার্জন -এর নাতির মুখ দিয়ে!
র‍্যাভেন্‌স্‌ডেল -এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ শেষ হয়েছে এইভাবে "মোদ্দা কথা, ৮২ বছরের বৃদ্ধ চান ইতিহাস কার্জনের সঠিক মূল্যায়ন কক।"
ইতিহাস মূল্যায়ণ কক --- এ নেহাতই কথার কথা। ইতিহাসের হাত - পা - মাথা কিছুই নেই। মূল্যায়ন যা করার তা করবেন মানুষেই। সে - কাজ ঐতিহাসিকদের। জানা তথ্যর পাশাপাশি মহাফেজখানার গোপন সূত্র থেকে তাঁরা নতুন তথ্য হাজির করেন লোকের সামনে। সেক্ষেত্রেও তাঁকে ঝাড়াই - বাছাই করতে হয়। সব তথ্যই ঐতিহাসিক তথ্য নয়। আর ঐ ঝাড়াই - বাছাইয়ের মধ্যেও ধরা পড়ে ঐতিহাসিকের নিজের পক্ষপাত। পক্ষপাত ছাড়া কোনো ইতিহাস লেখা হয় না, লেখা যায় না।
কথাগুলো স্বতঃসিদ্ধ। ই.এইচ. কার - এর কাকে বলে ইতিহাস? বইটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের কাছে এগুলো নতুন ঠেকবে না। শুধু একটি কথা যোগ করার আছে। সাম্রাজ্যবাদের অধীন উপনিবেশগুলি ইতিহাস লিখতে বসে পরিষ্কার দু-রকমের ইতিহাস লেখা হবে (ক) যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের তরপধারি করতে চান, তাঁরা এক ধরনের তথ্যকে গুত্ব দেবেন, আর (খ) যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের অধীনে উপনিবেশের মানুষদের দুর্গতির কথা মাথায় রাখেন, তাঁদের কাছে গুত্ব পাবে অন্য ধরনের তথ্য। তথ্যগুলি সবই সামনে রয়েছে, কিন্তু সব তথ্যই সমান প্রাসঙ্গিক ও তুল্যমূল্য নয়। বঙ্গভঙ্গর সিদ্ধান্তর সঙ্গে কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তকে

কেই নিত্তিতে ওজন করা চলে না। এ হল একেবারে কাণ্ডজ্ঞানের সমস্যা। কার্জন কী কী ভাল কাজ করেছিলেন সেগুলোকে এক পাল্লায় চাপিয়ে খারাপ কাজগুলোকে অন্য পাল্লায় রেখে শেষ পর্যন্ত কী প্রমাণ হবে? ব্যক্তি কার্জনের মূল্যায়ন করা তো ঐতিহাসিকের কাজ নয়। সে কাজ জীবনীকার করতে পারেন।২ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি হিসেবে কার্জন যেসব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ঐতিহাসিক নজর দেবেন সেই দিকে। তার বদলে কার্জন -এর ব্যক্তিগত দোষ - গুণ বিচারে ফায়দা কী? আরগুমেনতুম আদ রেম - এর নতুন এক দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না।

এছাড়া আছেন হাফ - জান্তা কিছু লোক। বঙ্গভঙ্গর প্রস্তাব যে কার্জন ভারতে আসার বহু আগেই করা হয়েছিল, এটুকুই তাঁরা জানেন। কিন্তু কার্জন যে বাঙলা ভাগ করে বাঙালিদের মধ্যেও পাকা রকমের ভাগাভাগি করতে চেয়েছিলেন -- এই খবরটা তাঁদের জানা নেই। ৩ সেকালের শান্তশিষ্ট (প্রায় লিখে ফেলেছিলুম ল্যাজ বিশিষ্ট) কংগ্রেসিকেও কার্জন ঘোর অপছন্দ করতেন। সকলেই জানেন, কার্জন - এর আমলেই সরকারি দফ্তরের কাগজপত্রর খরচ দু - গুণ বেড়ে যায়।

নাতি হয়ে দাদুর সাম্রাজ্যবাদী মূর্তি নিয়ে কিছু বলা সাজে না --- এই ভেবে হয়তো র‍্যাভেন্‌স্‌ডেলকে কেউ কেউ ক্ষমা করতেপারেন । কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা - ইংরিজি দৈনিক ও সাপ্তাহিক যেসব বুদ্ধিজীবী বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তকে নেহাতই প্রশাসনিক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁদের সম্পর্কে কী বলা হবে? সেদিন বঙ্গভঙ্গ রদ না - হলে কী হতে পারত -- এই কাউন্টার ফ্যাকচুয়াল -এর খেলায় যাঁরা মাতেন, তাঁরাই বা কোন্ জাতের লোক? গোটা বঙ্গভঙ্গ - বিরোধী আন্দোলনের আর কিছুই এঁদের চোখে পড়ে না; সাম্প্রদায়িক সঙঘাতের দিকটিই এঁদের কাছে সর্ভেসর্বা। বঙ্গভঙ্গ রদ করে নাকি সাম্রাজ্যবাদেরই লাভ হল --- এমন কথাও বলা হয়েছে। অথচ দিল্লিতে ঢোকার মুখে বোমার ঘায়ে হার্ডিন্‌জ্ -এর কাঁধের হাড় সরে গিয়েছিল, এক কানে চিরদিনের মতো কালা হয়ে গিয়েছিলেন। আক্ষরিক অর্থেই চোখের জল ফেলে তিনি বুঝেছিলেন রাজধানী সরিয়ে কোনো লাভ হলো না, বোমা ঠিকই তার পিছু নিয়েছে।৫ হাফ - জান্তারা বোধ - হয় এর কিছু জানেন না নাকি এঁরা জ্ঞানপাপী?

সাম্রাজ্যবাদের দালালকে চীন - এর কমিউনিস্ট পার্টির লেখাপত্রে এককালে বলা হত 'রানিং ডগ অফ ইমপিরিয়ালিজ্‌ম'। এখন আর এসব কতা দেখা যায় না। তবে একটা পুরনো ইংরেজি চন মনে ধরে। সেটি হল 'ডোরম্যাট', পাপোশ। এই পাপোশ -এ জুতোর জল - কাদা মুছে সাম্রাজ্যবাদ ঘরের ভেতর ঢোকে। কার্জন -এর গুণকীর্তন শুনিয়ে ও / বা স্বদেশী আন্দোলনকে হেয় করে যে কলমচিরা নতুন কথা বলার আনন্দ পাচ্ছেন তাঁরাও ঐ পাপোশ ছাড়া আর কিছুই নন। যে পত্রিকাগোষ্ঠী ভুবনীকরণের ফেরিওয়ালা, তাদেরকাগজে স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে উলটো - পাল্‌টা কথা লেখা হবে, এমনটাই অবশ্য স্বাভাবিক।

।। টীকা ।।

১. ছাত্রজীবনে পড়া কার্ভেথ রিড-এর বই-এ এই কুযুক্তিটির কথা ছিল। হাসে কোপি প্রমুখের বইপত্রে আর আলাদা করে এটির কথা থাকে না। বোধহয় আদ হোমিনেম, ব্যক্তিনির্ভর কুযুক্তির সঙ্গে এটিকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. কার্জন সম্পর্কে ফ্রন্টিয়ার, শারদ সংখ্যা ২০০৫-এ আলাদা করে লিখেছি। আরও বিস্তৃতভাবে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন শুভেন্দু সরকার (সাইকি অ্যান্ড সোসাইটি ৩ ১ ও ২, ২০০৫)

৩. সুমিত সরকারের স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯০৫-১৯০৮ (নয়া দিল্লি পিপ্‌ল্‌স পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৩) ও আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৭৩(কলকাতা কে. পি. বাগচী, ১৯৯৩)-এর প্রাসঙ্গিক অংশ দ্র.।

৫. অ্যান্টনি রিড ও ডেভিড ফিশার, দ প্রাউডেস্ট ডে ইন্ডিয়া'জ লঙ রোড টু ইনডিপেন্ডেন্স্, লন্ডন জোনাথন কেপ, ১৯৯৭,পৃ। ১১৩ দ্র.।

ভ্রম সংশোধন অনুষ্টুপ শারদ সংখ্যা ২০০৫ - এ দুটি সংশোধন করতে হবে। পৃষ্ঠা ১১৮ অনুচ্ছেদ ৩-এ একটি বাক্য এইভাবে পড়তে হবে "ফলে কনসাইজ অক্‌স্‌ফোর্ড অভিধানে ১৯৯৯ সংস্করণের এই অর্থটি প্রথম দেওয়া আছে। কিন্তু নিউ ইংলিশ ডিক্‌শনারি-র ১৮৮৯ সংস্করণে প্রথম মানে দেওয়া ছিল...")।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com